দর্শনার বিভিন্ন সীমান্তে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার বিভিন্ন সীমান্তে ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকার পণ্য জব্দ করেছে।

জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত টহল ও গোয়েন্দা তৎপরতার অংশ হিসেবে গত ২৭ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়।

এ অভিযানে দর্শনা আইসিপি, দর্শনা, সুলতানপুর, বড়বলদিয়া এবং ঠাকুরপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে একাধিক সফল অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় বিজিবি অবৈধভাবে রক্ষিত চায়না জালসহ বিপুল পরিমাণ চোরাচালান পণ্য জব্দ করে।

জব্দকৃত মালামালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯ বোতল ভারতীয় মদ, ৬৭ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, ৩ কেজি ভারতীয় গাঁজা, ৩,০০০ পিস ট্যাপেনটাডল ট্যাবলেট, ২১ পিস ভারতীয় শাড়ি, ১২ পিস থ্রি-পিস, ২০২ পিস বিভিন্ন প্রকার ভারতীয় কসমেটিকস, ২০০ পিস চায়না

দুয়ারী জাল, ৫০০ কেজি চায়না কারেন্ট জাল এবং ১৮০ কেজি ভারতীয় পেঁয়াজ। এছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় খাদ্যদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। বিজিবি জানায়, এটি সীমান্ত এলাকাকে অবৈধ কর্মকাণ্ডমুক্ত রাখার রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপ। সীমান্তে বিজিবির অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় নতুন কুঁড়ি

উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

দামুড়হুদায় শিশু-কিশোরদের প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা নতুন কুঁড়ি-২০২৫ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল ১১টায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, মাধ্যমিক একাডেমি সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম, উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির সংগীতশিল্পী ওস্তাদ আক্কাস আলী, আজমত আলীসহ উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ।

দামুড়হুদায় ইজিবাইক-আলমসাধু সংঘর্ষে মসজিদের মুয়াজ্জিন নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ইজিবাইক-আলমসাধু মুখামুখি সংঘর্ষ ইজিবাইকর যাত্রী বরকত আলি (৫৫) নিহত হয়েছেন। নিহত বরকত আলি দামুড়হুদা উপজেলার হাতিভাঙ্গা গ্রামের মৃত বুদো মোল্লার ছেলে ও হাতিভাঙ্গা মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন।

আজ রোববার (৩১আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার মুক্তারপুর মোল্লা বাজার নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দামুড়হুদা সদর ইউপির ৮ নং ওয়ার্ড সদস্য মুক্তারপুর গ্রামের হাসান আলী জানান, বরকত আলী সকালে কার্পাসডাঙ্গা বাজার থেকে বাজার করে ব্যাটারী চালিত ইজিবাইক যোগে বাড়ী ফিরছিল।

ইজিবাইকটি দামুড়হুদা – কার্পাসডাঙ্গা সড়কের মুক্তারপুর ফেরিঘাট নামক স্থানে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুত মাছ বহনকারী স্যালোইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান আলমসাধুর সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে।

এতে ইজিবাইকটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। এময় বরকত আলী সড়কের উপর ছিটকে পড়ে মাথাসহ মুখমন্ডলে আঘাত পেয়ে গুরতর জখম হন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যায়।
দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মতর্তা হুমায়ন কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এখনো কেউ কোন অভিযোগ করেনি অভিযোগ পেলে তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় জামায়াতে ইসলামী’র নির্বাচনী সভা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দর্শনা পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত ৯টায় দর্শনা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আলহেরা ইসলামী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এই নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা পৌর শাখার ২নং ওয়ার্ড সভাপতি সেলিম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াত ঘোষিত সংসদ সদস্য প্রার্থী বিশিষ্ট আয়কর আইনজীবি মোঃ রুহুল আমিন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন- জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীরও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচন পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জামায়াতের জেলা টিম সদস্য মোঃ আব্দুর রউফ, দর্শনা থানা আমীর মাওলানা রেজাউল করিম, থানা সেক্রেটারী মাহাবুবুর রহমান টুকু, দর্শনা পৌর আমীর সাহিকুল আলম অপু প্রমুখ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাজলিসুল মুফাসসিরিনের কেন্দ্রীয় নেতা

মাওলানা আবু জার গিফারী, থানা নায়েবে আমীর জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, সাবেক থানা আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমানসহ জামায়াত ও শিবিরের বিপুল সংখ্যক নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি জেলা আমীর রুহুল আমিন তার বক্তব্যে উপস্থিত নেতা কর্মীদের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাড়িপাল্লার বিজয় ছিনিয়ে আনতে এখন থেকে মাঠে ময়দানে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান, যেন কোনো ভোটারের কাছে আমাদের দাওয়াত পৌঁছাতে বাকি না থাকে।

দশর্নায় জামায়াত ইসলামীর নিবার্চনী প্রচারনা সভা

দশর্নায় জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের ৫ নং ওয়ার্ডের রিফিউজি কলনী বটতলায় নিবার্চনী প্রচারনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বাদ মাগরীব নিবাচর্নী সভায় সভাপতিত্ব করেন ৫নং ওয়ার্ডের সভাপতি মনিরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি হিসেবে নিবার্চনী সভায় উপস্থিত ছিলেন দশর্না থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান টুকি।

তিনি সবার উদেশ্য বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কে সামনে রেখে সবাইকে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় জামায়াত প্রার্থী রুহুল আমীন ভাইকে পাশ করানোর জন্য কাজ করতে হবে।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আমজাদ হোসেন, দশর্না পৌর আমির সাইকুল ইসলাম অপু, সাধারণ সম্পাদক দবির উদ্দিন ও প্রচার সম্পাদক আহমেদ হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভুট্টা।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ছাত্র সমাবেশে জেলা আমীর রুহুল আমিন

চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর মোঃ রুহুল আমিন বলেছেন, ইসলামী আন্দোলনের সফলতার মূলমন্ত্র হলো পরিশ্রম করা। আগামী নির্বাচনে নতুন প্রজন্মের প্রথম ভোট দাড়িপাল্লার পক্ষে নেয়ার জন্য গ্রামে গ্রামে মহল্লায় মহল্লায় আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে।

তরুণ প্রজন্মের কাছে তাদের সমস্যা জানতে হবে এবং তাদের সমস্যা সমাধানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের ভোট দাড়িপাল্লার পক্ষে আনতে হবে। আমরা যাই বলি, যাই করি প্রকৃত পক্ষে আমরা স্বপ্ন দেখি তোমাদের মতো তরুণদের নিয়ে। তোমরা আমাদের ভবিষ্যত, তোমরা আমাদের অনুপ্রেরণা। তোমাদের এগিয়ে যাওয়া, তোমাদের সফলতা আমাদের খুশির কারণ। বাংলার এই জমিন ত্রুটি মুক্ত, বৈষম্য মুক্ত, চাঁদাবাজ মুক্ত তোমরা করতে চাও। বাংলার জমিন অপসাংস্কৃতির ছয়লাব থেকে বাঁচানোর জন্য তোমরা সবার আগে এগিয়ে যেতে চাও। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ আলী এবং উমরের উত্তসূরীর মতো হতে হবে। তোমাদের প্রতিটি কথা যেন মুক্তার মালার মতো হতে হবে। তোমরা এগিয়ে আসো, আমরা তোমাদের অপেক্ষায় আছি।

তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ছাত্রসমাবেশে এ কথা বলেন।

গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টায় দর্শনা পৌর অডিটোরিয়াম-কাম কমিউনিটি সেন্টারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াত ঘোষিত সংসদ সদস্য প্রার্থী বিশিষ্ট আয়কর আইনজীবি মোঃ রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচন পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান এবং জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট মোঃ আসাদুজ্জামান আসাদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জামায়াতের জেলা প্রশিক্ষন সম্পাদক মোঃ জিয়াউল হক, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক জেলা সভাপতি মোঃ মাহফুজুর রহমান, সাবেক জেলা সভাপতি হাফেজ মহাসিন, জামায়াতের দামুড়হুদা থানা আমীর নায়েব আলী, দর্শনা থানা আমীর মাওলানা রেজাউল করিম,

দর্শনা পৌর আমীর সাহিকুল আলম অপু, ইসলামী ছাত্রশিবিরের চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজ শাখার সভাপতি পাভেজ আলম, দামুড়হুদা থানা সভাপতি আল ফাহাদ সবুজ, জীবননগর থানা সভাপতি রাসেল আহমেদ, দর্শনা পৌর সভাপতি লোকমান হোসেন প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন শিবিরের জেলা সেক্রেটারী হাফেজ আমিরুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে নির্বাচনী পোলিং এজেন্ট প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মনোনীত প্রার্থী ও জেলা সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেছেন, কোনো হুমকি-ধামকি কিংবা ভয়ভীতি দেখিয়ে জামায়াতের এই গণজোয়ারকে থামানো যাবে না।

আজ শুক্রবার সকালে আলমডাঙ্গার হাজী মোড়স্থ লায়লা কনভেনশন হলে উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে কেন্দ্রভিত্তিক প্রধান পোলিং এজেন্টদের নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন। অ্যাডভোকেট রাসেল আরও বলেন, আমাদের অনেক ভাইকে গুম, ক্রসফায়ার ও ফাঁসির মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে, তবুও আমরা পিছপা হইনি। আমাদের লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। তিনি পোলিং এজেন্টদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রত্যেক কেন্দ্রে পোলিং এজেন্টদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বোচ্চ সজাগ থাকতে হবে।

অনুষ্ঠানে জেলা যুব বিভাগের সভাপতি শেখ নুর মুহাম্মদ হুসাইন টিপুর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা সহকারী সেক্রেটারী ও আইবিডব্লিউএফ সভাপতি আব্দুল কাদের, আইন-আদালত বিষয়ক সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী দারুস সালাম, উপজেলা আমীর প্রভাষক শফিউল আলম বকুল, পৌর আমীর মাহের আলী, নায়েবে আমীর ইউসুফ আলী মাস্টার, থানা সেক্রেটারী মামুন রেজা, যুব সেক্রেটারী তরিকুল ইসলাম এবং তারবিয়াত সেক্রেটারী

বিলাল হোসাইন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নির্বাচনী সদস্য সচিব কাইয়ুম উদ্দিন হিরক।

জীবননগর দৌলতগঞ্জসহ তিনটি স্থলবন্দর বন্ধের ঘোষণা

দীর্ঘদিন ধরে অকার্যকর থাকা চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অবস্থিত দৌলতগঞ্জ নীলফামারীর চিলাহাটি, দৌলতগঞ্জ, রাঙামাটির তেগামুখ ও হবিগঞ্জের বাল্লা। তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ ঘোষণা করেছে অন্তর্বতী সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন হয়।

এমন খবরে দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দরকে ঘিরে স্থানীয় ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আগ্রহ দেখা দিয়েছিলো, তা এখন হতাশায় পরিণত হয়েছে। তবে এই শুল্ক স্টেশন নিয়ে আশাবাদী ছিল জীবননগরবাসী।

জানা যায়, ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বছর দৌলতগঞ্জ-মাজদিয়া স্থলবন্দরটি শুল্ক স্টেশন হিসেবে চালু ছিল। তবে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কারণে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তবে ১৯৭২ সালে এর কার্যক্রম পুনরায় চালু হলেও অজ্ঞাত কারণে এই শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই ও ২০০৯ সালের ১১ জুন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবি) আর) প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে সকল প্রকার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে। একইসাথে ১৯টি পণ্য আমদানির অনুমতি দেয়।

এরপর ২০১৩ সালের ৩১ জুলাই দৌলতগঞ্জ শুল্ক স্টেশনটিকে পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করেছিল সরকার। একই বছরের ২৪ আগস্ট তৎকালীন নৌ-পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্থলবন্দরের উদ্বোধন করলেও আলোর মুখ দেখেনি।

স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল হালিম বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই জীবননগরবাসী আশায় বুক বেধেছিলো এই স্থলবন্দর চালু হবে। স্থানীয় অর্থনীতির

সাথে সাথে দেশের উন্নয়ন হবে। আজকে বন্দর বন্ধের সংবাদ শুনে আশাহত হলাম।

আবাসিক হোটেলের ব্যবসায়ী আবু সাঈদ খান জুয়েল বলেন, দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর চালু হবে, এই আশায় আমার বাবা একটি আবিাসক হোটেল চালু করেছিল ২০০০ সালে। তবে বারবার আশা দেওয়া হলেও সেটি বাস্তবায়ন হয়িন। এই সংবাদ জীবননগরবাসীর জন্য দু:সংবাদ। জাসিন মারুফ বলেন, জীবননগরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিলো এ স্থলবন্দরকে কেন্দ্র করে। কিন্তু আজকের সংবাদে সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। এই স্থলবন্দর চালিলু হলে বেকারত্ব দূর হতো। একইসাত্থে স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি হতো।

জানতে চাইলে সিঅ্যান্ডএফ এসোসিয়েশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক মাজেদুর রহমান লিটন বলেন, আমরা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের একটি বিজ্ঞপ্তিতে দেখেছি। তাতে তারা জানিয়েছে অবকাঠামো কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছে। মূলত এটা তো জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অধীনে। এনবিআর কিন্তু বন্ধের কোনো ষোঘণা দেয়নি।

তিনি বলেন, একদিকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় যেমন তাদের কার্যক্রম সীমিত করেছে, অপরদিকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অবকাঠনোর একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে বলে আমরা জানতে পেরেছে। মাজেদুর রহমান লিটন আরও বলেন, যেহেতু দেশে এখনও কোনো রাজিনৈতিক সরকার নেই। ভোটের মাধ্যমে পট পরিবর্তন হবে। সুতরাং আমরা দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর নিয়ে আশাবাদী এখনও।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ২ মার্চ দেশের চারটি স্থলবন্দর পুরোপুরি বন্ধ রাখার সুপারিশ করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। এই স্থলবন্দরগুলো হলো নীলফামারীর চিলাহাটি, চুয়াডাঙ্গার দৌলতগঞ্জ, রাঙামাটির তেগামুখ ও হবিগঞ্জের বাল্লা।

আলমডাঙ্গায় ডাকাতির

প্রস্তুতিকালে পাঁচ জন ডাকাত গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অস্ত্র ও সরঞ্জামসহ পাঁচজন কে গ্রেফতার করেছে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ। পুলিশের অভিযানে ফাঁদে ধরা পড়ে সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্র।

এ সময় দেশীয় অস্ত্র, লোহার রড, দড়ি ও ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায় গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৩টার দিকে আলমডাঙ্গা থানাধীন রুয়াকুলি গ্রামের বদরগঞ্জ মাঠ এলাকার চুয়াডাঙ্গা–আলমডাঙ্গা সড়কের পাশে কাঠালবাগানে ডাকাতদল সমবেত হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ সেখানে বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়, তবে আরও কয়েকজন সহযোগী দৌড়ে পালিয়ে যায়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন—সাহেবনগর ক্যানালপাড়া গ্রামের পলান প্রামানিকের ছেলে ছমির উদ্দিন (৪০), ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত রুস্তম আলীর ছেলে ছহির উদ্দিন ওরফে সৈরুদ্দিন (৪৫), মোহাম্মদপুর পূর্বপাড়া গ্রামের মৃত ফরমান আলীর ছেলে মুজিবর রহমান (৩৩), ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত আব্দাল হকের ছেলে নাজমুল ইসলাম (৩৫) এবং কচুবাড়ীয়া (আমলা) গ্রামের মৃত ওমর আলীর ছেলে আরিফ হোসেন (৩৮)।

অভিযানে একটি চাপাতি, একটি দাও, দুটি লোহার রড, একটি সাবল, একটি ছোরা, এক গোছা লাইলনের দড়ি, একটি ব্যাটারি চালিত পুরাতন পাখি ভ্যান (মূল্য আনুমানিক ৪৫ হাজার টাকা) ও চারটি সিম্ফনি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুদুর রহমান পিপিএম বলেন, “আমরা এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্টকারী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছি। কেউ যদি ডাকাতির প্রস্তুতি নেয় বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়, তাকে আইনের আওতায় আনা হবে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ সর্বদা তৎপর রয়েছে।”

আলমডাঙ্গায় ধানকাটাকে কেন্দ্র করে জামাই-শশুর সংঘর্ষ

আলমডাঙ্গায় ধান কাটাকে কেন্দ্র করে শ্বশুর–জামাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় তিন প্রতিবেশী। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হলেও ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে নিরীহ প্রতিবেশীদের আসামি করে মামলা করায় এলাকায় ক্ষোভ ও সমালোচনা দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার জাহাপুর গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নাগদাহ ইউনিয়নের ভেদামারি গ্রামের হবি মোল্লার ছেলে তালেবের সঙ্গে জাহাপুর গ্রামের হারেজ আলীর মেয়ে কাকলীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই তাদের দাম্পত্য জীবনে কলহ চলতে থাকে। একাধিকবার তালাক–পুনর্বিবাহ হলেও শেষ পর্যন্ত তালেব এক মাস আগে কাকলীকে ডিভোর্স দেন। এ ঘটনার পর থেকেই শ্বশুর হারেজ আলী ও জামাই তালেবের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়।

চলতি আমন মৌসুমে হারেজ দেড় বিঘা জমিতে ধান চাষের সুযোগ দেন জামাই তালেবকে। গত মঙ্গলবার দুপুরে তালেব ওই জমির ধান কাটতে গেলে স্ত্রী কাকলী ও তার বোন শ্যামলী বাঁধা দেন। পরে রাত সাড়ে ৭টার দিকে হারেজ ধান কাটা মেশিন নিয়ে জমিতে গেলে খবর পেয়ে তালেব লোকজন নিয়ে সেখানে পৌঁছান। এসময় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

অন্যদিকে, জমি নিয়ে হারেজ আলীর সঙ্গে প্রতিবেশী আব্দুল হান্নান, দেলোয়ার ও মোশারেফসহ কয়েকজনের দীর্ঘদিনের বিরোধ রয়েছে। ১৯৯৫ সালে এক একর ৫৭ শতক জমি নিয়ে মামলা হলেও ২০০১ সালে আদালত তা নিষ্পত্তি করে। এরপর ২০১৫ সালে হারেজ পুনরায় একই জমি নিয়ে মামলা করেন।

এ বিষয়ে স্থানীয়রা জানান, গত মঙ্গলবারের শ্বশুর–জামাই সংঘর্ষ ছিল সম্পূর্ণ পারিবারিক বিষয়। অথচ সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জমি

বিরোধের সুযোগে প্রতিবেশী হান্নান, দেলোয়ার ও মোশারেফকে মামলায় আসামি করা হয়েছে। এতে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, হারেজ আলী ও তার পরিবার দুধর্ষ স্বভাবের। তারা অতীতেও বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে হয়রানি করেছেন। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে সমালোচনা চলছে।